উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৩০ ভাদ্র ১৪২৭ বুধবার ৪.০০ টাকা 16 September 2020 Wednesday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

SLG + JAL

Find us on নিউজ@৯
https://www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

পরিযায়ী শ্রমিকদের তথ্য না থাকায় মোদিকে শ্লেষ রাহুলের

নয়ের পাতায়

২১ সেপ্টেম্বর থেকে উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী

নিউজ ব্যুরো

১৫ সেপ্টেম্বর : ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মাপুজোর পরই আবার জেলা সফরে বেরোচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ব্যাপারে আর দেরি করতে চান না তিনি। প্রথমেই বেছে নিয়েছেন উত্তরবঙ্গের জেলা সফর। ২১ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় প্রশাসনিক বৈঠক করবেন তিনি। মঙ্গলবার নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যে করোনা আবহের জন্য এখনই মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরে আপত্তি জানায় রাজ্য প্রশাসনের একাংশ। তাদের বক্তব্য ছিল, পুজোর পর রাজ্যের করোনা পরিস্থিতির আরও উন্নতি হলেই মুখ্যমন্ত্রী জেলা সফর শুরু করুন। কিন্তু সেই আপত্তিতে কান না দিয়েই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর উত্তরবঙ্গ সফরসূচি চূড়ান্ত করার জন্য সচিবালয়কে নির্দেশ দেন।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠক করবেন। দুটি বৈঠকেই জেলা শাসক, পুলিশ সুপার এবং জেলার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। ২৪ তারিখ মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় ফিরে যাবেন।'

করোনা পরিস্থিতিতে জেলাগুলির উন্নয়নমূলক কাজকর্ম প্রায় বন্ধ। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে চান মুখ্যমন্ত্রী। গত লোকসভা ভোটে উত্তরবঙ্গেই সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দলের ভোটব্যাংক। সেই ক্ষতির সুযোগ যাতে বিজেপি আগামী বিধানসভা ভোটে আবার না নিতে পারে, তার জন্য উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর উন্নয়নমূলক কাজ আবার সচল করতে জেলা প্রশাসনগুলিকে সক্রিয় করতে চান।

উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠক

২১ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর শিলিগুড়ি পৌঁছানোর কথা। ২২ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার প্রশাসনিক বৈঠক করবেন শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায়। ২৩ সেপ্টেম্বর তিনি সেখানেই কোচবিহার, দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার প্রশাসনিক বৈঠক করার কথা। ২৪ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় ফিরবেন। তাঁর সঙ্গে এই সফরে যাওয়ার কথা রাজ্যের মুখ্যসচিব রাজীব সিনহা, স্বরাষ্ট্রসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্য শীর্ষ আধিকারিকদের।

মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফর ঘিরে উত্তরবঙ্গের জেলা প্রশাসনগুলিতে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। জেলায় জেলায় শাসকদল তৃণমূলের অন্দরেও নড়াচড়া শুরু হয়েছে। ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী দলের সাংগঠনিকস্তরে রদবদল ঘটিয়েছেন। সেই প্রক্রিয়া এখনও চলছে। এদিনও দলের দু'-একটি জেলা কমিটি ও জেলা যুব কংগ্রেস কমিটির পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এনিয়ে জেলা তৃণমূলের অন্দরে চাপা প্রতিক্রিয়াও চলছে। উত্তরবঙ্গে জেলা প্রশাসনিক বৈঠকের ফাঁকে মুখ্যমন্ত্রী রদবদলের এই প্রক্রিয়া নিয়ে খোঁজখবর নেবেন। জেলা সভাপতি ও নেতাদের কাছ থেকে সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্টও চাইতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।

জেলা প্রশাসনগুলির কাছে এখন সব চেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থাভাব। এই কারণেই জেলার উন্নয়নমূলক বহু কাজ থমকে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর জেলা প্রশাসনিক বৈঠকে এই প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিতে পারে। এই ব্যাপারে জেলা প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যসচিব রাজীব সিনহার একপ্রস্থ কথাও হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

বাস্তবে রোজ সংক্রমণ দুই থেকে আড়াই লক্ষ

গবেষণায় উদ্বেগ, সরকারি পরিসংখ্যানে নামল ৮৪ হাজারে

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : প্রায় এক সপ্তাহজুড়ে দৈনিক সংক্রমণ লক্ষের কাছাকাছি থাকার পর মঙ্গলবার ৯০ হাজারের নীচে নামল বটে, কিন্তু উদ্বেগ কমল না। বরং দুশ্চিন্তা বাড়াল সাম্প্রতিক একটি গবেষণা লব্ধ তথ্য। ওই একটি গবেষণা অনুযায়ী ভারতে প্রকৃত পক্ষে রোজ ২ থেকে আড়াই লক্ষ মানুষ করোনা সংক্রমিত হচ্ছেন। সংক্রমিতের সংখ্যা সরকারি পরিসংখ্যানে অনেক কমিয়ে দেখানো হচ্ছে। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির (এমআইটি) অধ্যাপক হাজহির রহমানদাদ, জন স্টেরমান ও পিএইচডি গবেষক সে ইয়াং লিমের 'ডায়নামিক এপিডেমোলজিকাল মডেল' অনুযায়ী, খুব শীঘ্র করোনার কোনও টিকা বা ওষুধ আবিষ্কৃত না হলে সবচেয়ে ক্ষতির মুখে পড়বে ভারত। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই দেশে দৈনিক সংক্রামিতের সংখ্যা সেক্ষেত্রে প্রায় ৩ লক্ষ হয়ে যেতে পারে।। সাধারণভাবে যে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষায় শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া চলছে, তা দিয়ে সব করোনা সংক্রমণ ধরা যাচ্ছে না বলে ওই গবেষণায় ধরা পড়েছে। সংক্রামিত হওয়া সত্ত্বেও অনেকের রিপোর্ট নেগেটিভ আসছে। আরটি-পিসিআর পরীক্ষায় তুলনায় অনেক নিখুঁতভাবে শনাক্তকরণ করা যাচ্ছে। গবেষকরা দেখেছেন, দিল্লিতে অ্যান্টিজেন পরীক্ষায় ৫ শতাংশ করোনা পজিটিভ পাওয়া গেলেও পিসিআর পরীক্ষায় ওই হার হয়ে গিয়েছে ১৪ শতাংশ। মহারাষ্ট্রে অ্যান্টিজেন ও পিসিআর পরীক্ষায় শনাক্তকরণের হার যথাক্রমে ১০ ও ২৪।

সর্বভারতীয়স্তরে অ্যান্টিজেন ও পিসিআর পরীক্ষায় শনাক্তকরণের হার যথাক্রমে ৭ ও ৯ হলেও ঠিকভাবে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরীক্ষা হলে শনাক্তকরণের হার ১৪ ও ১৭.৫ হত বলে ওই মডেলে গবেষকরা দেখিয়েছেন। তাঁদের মতে, গত কয়েকদিন যে ১ লক্ষের কাছাকাছি দৈনিক সংক্রামিত দেখানো হচ্ছে, সেই সংখ্যাটা প্রকৃতপক্ষে হবে ২ থেকে আড়াই লক্ষ। রচনা কুচারিয়ার মতো বিশেষজ্ঞের মতে, তুলনায় কম নির্ভরযোগ্য র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষার ওপর নির্ভর করে ভারতে করোনা শনাক্তকরণ হচ্ছে বলেই প্রকৃত চিত্রটা জানা যাচ্ছে না। ওই বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ভারত ইতিমধ্যে সারা বিশ্বে করোনা সংক্রমণে সবচেয়ে এগিয়ে আছে সকলের অগোচরে। গত জুলাই মাসে এমআইটি-র গবেষকরা সতর্ক করে বলেছিলেন, প্রতিষেধক তৈরি না হলে ২০২১ সালের জানুয়ারি নাগাদ ভারতে দৈনিক ২.৮৭ লক্ষ মানুষ করোনা সংক্রামিত হবেন। গত পর পর পাঁচদিন দেশে দৈনিক করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা ৯০ হাজারের ওপর ছিল। মঙ্গলবার সংখ্যাটা ছিল আশি হাজারের বেশি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৮৩,৮০৯ জন সংক্রামিত হয়েছেন। ভারতে মঙ্গলবার পর্যন্ত মোট সংক্রামিতের সংখ্যা ৪৯,৩০,২৩৬।

দেশের তিনটি রাজ্য, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক দৈনিক সংক্রামিতের সংখ্যায় অন্য রাজ্যগুলির চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে। তবে গত ২৪ ঘণ্টায় একটু কমের দিকে। উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লিতেও সংক্রমণ অন্য দিনের তুলনায় কমেছে। বিহারে কিছুটা বাড়লেও পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাটা একই রয়েছে। *এরপর বারোর পাতায়*

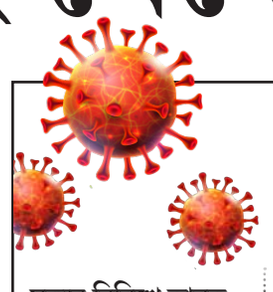

কোথায় শঙ্কা

- খুব শীঘ্র করোনার কোনও টিকা বা ওষুধ আবিষ্কৃত না হলে ক্ষতির মুখে পড়বে ভারত
- ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই দেশে দৈনিক সংক্রামিতের সংখ্যা সেক্ষেত্রে প্রায় ৩ লক্ষ হয়ে যেতে পারে

মৃত্যুর নিরিখে ভারত তৃতীয় স্থানে থাকলেও, প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে থাকা আমেরিকা ও ব্রাজিলের তুলনায় মোট মৃত্যু কম

করোনা তথ্য

২৪ ঘণ্টায় সংক্রামিত	৮৩,৮০৯
মোট সংক্রামিত	৪৯,৩০,২৩৬
মোট অ্যাক্টিভ পজিটিভ	৯,৯০,০৬১
সুস্থতার হার	৭৮.২৮
২৪ ঘণ্টায় সুস্থ	৭৯,২৯২
মোট সুস্থ	৩৮,৫৯,৩৯৯
২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু	১,০৫৪
মোট মৃত্যু	৮০,৭৭৬

মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক দৈনিক সংক্রামিতের সংখ্যায় এগিয়ে রয়েছে।

জলপাইগুড়ি মোহিতনগরের কাছে জাতীয় সড়কের এমনই হাল। ছবি ঃ সমীর

রাস্তা নয় যেন ডোবা, জাতীয় সড়ক অবরোধ

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৫ সেপ্টেম্বর : জাতীয় সড়ক হলেও দেখে বোঝার উপায় নেই। জায়গায় জায়গায় বড় বড় গর্তে জল জমে এক-একটি একদম জলাশয়। যেখানে-সেখানে এত কাদা যে ঠিকমতো চলাফেরা করাই দায়। জলপাইগুড়ি মোহিতনগর রেলগুমটিতে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের এমন দশায় স্থানীয় বাসিন্দারা তো বটেই, পরিবহণকর্মীরাও ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। চালসা-জলপাইগুড়ি ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের বাতাবাড়ি ফার্মবাজার সংলগ্ন আমগাছ মোড় এলাকাতেও জাতীয় সড়কের বেহাল দশায় এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে। অন্যদিকে, বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার জেরে ময়নাগুড়ি শহরে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে বেশ কয়েকটি বসতবাড়ি, ২০-২৫টি দোকান জলমগ্ন হওয়ায় মঙ্গলবার সকালে বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা মিলে সড়ক অবরোধ করেন। এর জেরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। জনপ্রতিনিধি ও পুলিশ আন্দোলনকারীদের বোঝানোর পর আন্দোলন ওঠে।

ফোর লেন তৈরির কাজের বরাত পাওয়া সংস্থার জলপাইগুড়ির প্রোজেক্ট ম্যানেজার নিলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'মোহিতনগর রেলগুমটিতে সড়কের অবস্থা খারাপ রয়েছে। এর আগেও ওই জায়গায় আমরা অস্থায়ী সংস্কারকাজ করেছিলাম কিন্তু বৃষ্টির কারণে তা নষ্ট হয়েছে। ফের ওই জায়গায় সংস্কারকাজ করা হবে।' জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (এনএইচএআই)-এর মালবাজারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সুব্রত সরকার বলেন, 'কিছুদিন আগে ওই এলাকায় রাস্তার কাজ হয়েছিল। রাস্তা আবার বেহাল হয়েছে। বৃষ্টির জন্য কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে। পুজোর আগেই ওই এলাকায় সড়ক সংস্কার করা হবে।'

দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ৩১ডি জাতীয় সড়কের নাম পরিবর্তন করে ২৭ নম্বর নাম দিয়ে ফোর লেন তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। তিস্তা সেতুর পর থেকে আসাম মোড় পর্যন্ত রাস্তার কাজ অনেকটাই হয়েছে। কিন্তু মোহিতনগর গৌরীহাটের পর থেকে সেভাবে কাজ না হওয়ায় রাস্তার বেহাল দশা হয়েছে। মোহিতনগর রেলগুমটির ফ্লাইওভারের কাছে সড়কের হাল দেখলে যে কারও চোখ কপালে উঠতে বাধ্য। এলাকায় বসবাসকারী প্রায় ৩০ হাজার মানুষ জলপাইগুড়ি শহরে যাতায়াতের জন্য এই সড়কের উপরই নির্ভর করেন। এছাড়াও সপ্তাহে দু'দিন করে এই সড়কের পাশে হাট বসে। স্থানীয় বাসিন্দা মুকুলচন্দ্র সোম বলেন, 'বর্ষায় জলকাদা আর বছরের অন্যান্য সময় রাস্তার ধুলোয় আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হচ্ছে। সমস্যার বিষয়ে বহু জায়গায় জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি।' স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান অনীতা চন্দ লোহারা বলেন, *এরপর বারোর পাতায়*

ভোগান্তির পথ

- মোহিতনগর রেলগুমটির কাছে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের অবস্থা শোচনীয়
- ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের অবস্থা তথৈবচ
- বেহাল রাস্তায় চলাফেরা করা দায়। ধুলোয় প্রাণ ওষ্ঠাগত
- বেহাল নিকাশির জন্য ময়নাগুড়ি শহরে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ

দুর্নীতি রুখতে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ অনলাইনে

ভাস্কর বাগচী ● শিলিগুড়ি

১৫ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়িতে বিল্ডিং প্ল্যান নিয়ে দুর্নীতি রুখতে এবারে নয়া দাওয়াই। অফলাইন নয়, অনলাইনে প্ল্যান পাশ। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যেভাবে পুরনিগমে একের পর এক বিল্ডিং প্ল্যানে ইঞ্জিনিয়ারের ভুয়ো স্বাক্ষর, ভুয়ো সিল দিয়ে নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে, তাতে পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগ রীতিমতো বিব্রত। একশ্রেণির ইঞ্জিনিয়ার যেভাবে দিনের পর দিন চোখে ধুলো দিয়ে পুরনিগমের রাজস্ব ক্ষতি করেছে তাতে এবার থেকে বিল্ডিং প্ল্যান পাশের ক্ষেত্রে বিল্ডিং বিভাগের কর্মীদের আরও বেশি করে নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, আগের মতো আর অফলাইনে নয়, পুরোপুরিভাবে অনলাইনে বিল্ডিং প্ল্যান পাশের বন্দোবস্ত হয়েছে বলে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বিল্ডিং প্ল্যান নিয়ে সমস্যা হওয়ার পর পুরো বিষয়টি প্রকাশ্যে এলেও অনেক ওয়ার্ডেই এই ধরনের ভুয়ো প্ল্যানে নির্মাণকাজ হয়েছে বলে অভিযোগ। ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান পাশ কাণ্ডে অভিযুক্ত রঞ্জিত দাসকে পুলিশ ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনায় আরও কারা কারা জড়িত তা তদন্তকারীরা জানার চেষ্টা করছেন। ধৃত ব্যক্তি ছাড়াও এ ঘটনায় আরও অনেকেই জড়িত বলে ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্ট অ্যাসোসিয়েশন দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে, এই দুর্নীতির জেরে পুরনিগম কোটি কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতির মুখে পড়েছে। পাশাপাশি, এই জালিয়াতির খবর প্রকাশ্যে আসার পর ফ্ল্যাট মালিকদের উদ্বেগ বেড়েছে। তাঁদের বিল্ডিং প্ল্যান সঠিক কি না তা ফ্ল্যাট মালিকরা পুরনিগমে এসে যাচাই করে নিচ্ছেন। বিল্ডিং প্ল্যান নিয়ে এই দুর্নীতির বিষয়টি উত্তরবঙ্গ সংবাদে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর প্রশাসনও নড়েচড়ে বসে। ঘটনায় জড়িতদের শাস্তি সংক্রান্ত বিষয়ে পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন অশোক ভট্টাচার্যের সঙ্গে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার ত্রিপুরারি অথর্বের কথা হয়েছে।

পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য তথা বিল্ডিং বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুন্সি নুরুল ইসলাম বলেন, 'অনলাইনে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ মাঝখানে চালু হয়েছিল। কিন্তু কিছু সমস্যার কারণে মানুষের হয়রানি হচ্ছিল। তাই যে সমস্ত প্ল্যান বহুদিন ধরে পড়ে ছিল, সেগুলি অফলাইনে পাশ করা হবে বলে তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে এখন থেকে গোটা ব্যবস্থাটিই অনলাইনে করা হবে।' *এরপর বারোর পাতায়*

শিলিগুড়ি পুরনিগম

- ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বিল্ডিং প্ল্যান নিয়ে সমস্যার জেরে কেলেঙ্কারি সামনে আসে
- সমস্যা মেটাতে পুরনিগম এখন থেকে অনলাইনে প্ল্যান পাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- বিল্ডিং প্ল্যান পাশের ক্ষেত্রে বিল্ডিং বিভাগের কর্মীদের আরও বেশি করে নজরদারির নির্দেশ

ফাঁসিদেওয়ায় রাস্তা আটকে বিক্ষোভ

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ সেপ্টেম্বর : বেহাল ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক এখন চৌবাচ্চায় পরিণত হয়েছে। তার জেরেই ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরে পথ দুর্ঘটনা বাড়ছে। গত কয়েকমাস ধরে জাতীয় সড়ক খানাখন্দে ভরে উঠেছে। সেই গর্তে বৃষ্টির জল জমেছে। জমা জলের গভীরতা বুঝতে না পেরে প্রায়ই পথ দুর্ঘটনা ঘটছে। নিত্যযাত্রীরাও দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। জাতীয় সড়ক মেরামতির দাবি তুলে মঙ্গলবার বিধাননগর জাতীয় সড়ক রক্ষা কমিটি পথ অবরোধ করল। রাস্তার জমা জলে ধানের চারা রোপণ করে তারা বিক্ষোভ দেখায়। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই সড়ক মেরামতির দাবি তোলা হয়েছে। তবে, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে উদাসীন। সেই কারণেই এদিন বিধাননগরের বাসিন্দারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে সড়ক মেরামত করতে হবে।

কমিটির পক্ষে বাপন দাসের অভিযোগ, নিয়মিত রোড ট্যাক্স নেওয়া হলেও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সুরক্ষা নিয়ে উদাসীন। এটা কোনওভাবে মেনে নেওয়া যায় না। অবিলম্বে রাস্তার স্থায়ী মেরামত করতে হবে। না হলে সড়কের দৈনন্দিন দুর্ঘটনা ঠেকানো যাবে না। ফাঁসিদেওয়ার বিডিও সঞ্জু গুহ মজুমদার বলেন, বিষয়টি নিয়ে এখনও অভিযোগ পাইনি। তবে, খোঁজ নিয়ে দেখে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব। দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য অনুরোধ করা হবে। অবরোধের পর সন্ধ্যা নাগাদ জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ রাস্তার গর্ত ভরাট করে অস্থায়ীভাবে সমাধানের চেষ্টা করেছে।

দীর্ঘ কয়েকমাস থেকে বিধাননগর থেকে ঘোষপুকুরগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক বেহাল হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টির জল গর্তে জমে দৈনন্দিন যাতায়াত কঠিন হয়ে পড়েছে। বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের উলটো দিকে বিরাট গর্ত তৈরি হয়েছে। সেখানে এখন একহাঁটু জল জমছে। রাস্তায় জলের গভীরতা বুঝতে না পেরে প্রায়ই ওই জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটছে। সরকারি বাস যাওয়ার সময় একদিকে কাত হয়ে পড়ছে। এতে যাত্রীদের জীবনের ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। সেই কারণে একাধিকবার সড়ক মেরামতের দাবি তোলা হয়েছিল। কিন্তু লাভ হয়নি। এদিন রোগী নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার গর্তে অ্যাম্বুল্যান্স আটকে যায়। এরপর বিধাননগর জাতীয় সড়ক রক্ষা কমিটির সদস্যরা সেটি ঠেলে পার করেন। সদস্যরা পরে জমা জলে ধানের চারা রোপণ করে বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা প্রায় ঘণ্টাখানেক পথ অবরোধ করেন। এর জেরে কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়।

গবেষণা করতে বিদেশ পাড়ি রোজলিনের

মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ মালবাজারের মেয়েকে

বিদেশ বসু ● মালবাজার

১৫ সেপ্টেম্বর : মানবদেহে ক্ল্যামিডিয়া ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ বেশ কিছু বিপদ ডেকে আনে। ব্যাকটিরিয়াজাত এই সংক্রমণের বিষয়ে অনেক কিছু জানা গেলেও আরও অনেক কিছুই জানার বাকি। মালবাজারের বাসিন্দা রোজলিন এক্কা এবারে এ নিয়ে গবেষণা করে তা গোটা দুনিয়াকে জানাবেন। জুনিয়ার সায়েন্টিস্ট হিসাবে ক্ল্যামিডিয়া ব্যাকটিরিয়ার বিষয়ে গবেষণার জন্য রোজলিনকে মার্কিন মুলুকের ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, আরভিন আমন্ত্রণ জানিয়েছে। রোজলিন সেই আমন্ত্রণ গ্রহণও করেছেন। মালবাজারের মতো ছোট এক শহর থেকে সুদূর মার্কিন মুলুকে গবেষণার সুযোগ পাওয়ায় উত্তর আনন্দে ভাসছে। সিজার স্কুলের প্রিন্সিপাল দিলীপ সরকার বলেন, 'আমাদের স্কুলের এই প্রাক্তনীর এই সাফল্যে আমরা খুবই গর্বিত। চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় ও নিশ্চিতভাবে আরও সফল হবে।' মাল মহকুমার অতিরিক্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তারক বর্মন বলেন, 'যৌন সংসর্গের মাধ্যমে ক্ল্যামিডিয়ার সংক্রমণ ছড়াতে পারে। এ বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন। মালবাজারের কৃতী ছাত্রীটি এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়ায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেকটাই উপকার হবে।' রোজলিন বলছেন, 'মানুষের সেবায় আমি চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে বহু গবেষণা করতে চাই।' গবেষণা শেষে বিদেশবিভুঁইয়ে ঠাঁই নেওয়া নয়, তাঁর দেশে ফিরে আসার ষোলোআনা ইচ্ছে রয়েছে বলে রোজলিন জানান।

মালবাজার শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে এক্কা পরিবারের বসবাস। শহরের পাশের নিউ গ্লেনকো চা বাগানের শ্রমিক পরিবার থেকে উঠে আসা রোজলিনের বাবা ইমানুয়েল এক্কা ডামডিম যোগেন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। মা মেরি গ্রেগোরি এক্কা গৃহবধূ। রোজলিনের ভাই কলকাতায় পড়াশোনার পর স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুলে ওয়েস্টার্ন মিউজিকের শিক্ষক। বোন এঞ্জেলিন গ্রেস জিওলজি নিয়ে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর করছেন। রোজলিন উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত মালবাজারের সিজার স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। এরপর ভুবনেশ্বরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর হন। স্নাতকস্তর থেকেই বরাবর স্কলারশিপ পেয়ে এসেছেন। এই মেধাবী তরুণী পরবর্তীতে দিল্লির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইমিউনোলজিতে গবেষণা করেন। গবেষণার বিষয় ছিল হিউম্যান ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট। তাঁর ওই গবেষণা উচ্চ প্রশংসিত হয়। *এরপর বারোর পাতায়*

রোজলিন এক্কা